একক ৩ ❑ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE in Pre-primary education)

গঠন **(Structure)**

৩.১ সূচনা **(Introduction)**

৩.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৩.৩ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন **(Scholartic Evaluation)**

৩.৪ সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন **(Co-scholartic Evaluation)**

৩.৫ প্রস্তুতি কালীন মূল্যায়ন **(Formative Evaluation)**

৩.৬ পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন **(Summative Evaluation)**

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর

৩.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা জেনেছি এই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন কি, কেন এবং কখন। এই মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং পরিধি। এই অংশে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় এই প্রকার মূল্যায়নের লক্ষ নিয়েও আলোচনা করেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর মধ্যে আছে বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়কালীন মূল্যায়ন।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় শেষে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে, বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন :

- বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কি এবং কেন?
- সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কি এবং কেন?
- প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন কিভাবে এবং কেন?

৩.৩ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (Scholartic Evaluation)

বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে বিষয় ভিত্তিক বা সহবিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় বিষয় বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব বা প্রয়োগ কম হলেও তা জানা প্রয়োজন। কারণ মূল্যায়ণ যাতে একপেশে না হয়ে সম্পূর্ণ করার জন্য বিষয় ভিত্তিক এবং সহ-বিষয় ভিত্তিক উভয় প্রকার মূল্যায়ণই করা দরকার। এবার আসা যাক বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের আলোচনায়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং ধারণার বিকাশ প্রত্যাশিত আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ এবং ঐগুলি অপরিচিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ক্ষমতাই বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের মধ্যে গ্রহর করা হয়।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা, প্রয়োগ, মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন এবং ঐগুলি নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন;
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো;
- মূল্যায়ন হবে প্রস্তুতিকালীন (Formative) এবং পর্যায়ক্রমিক (Summative)

প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করা হবে।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :

বিভাগ - ক	বিভাগ - খ
ভাষা	কলা শিক্ষা
গণিত	কর্মশিক্ষা
শুদ্ধ বিজ্ঞান	স্বাস্থ্য শিক্ষা
সমাজ বিজ্ঞান	কম্পিউটার শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন অংশগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে :

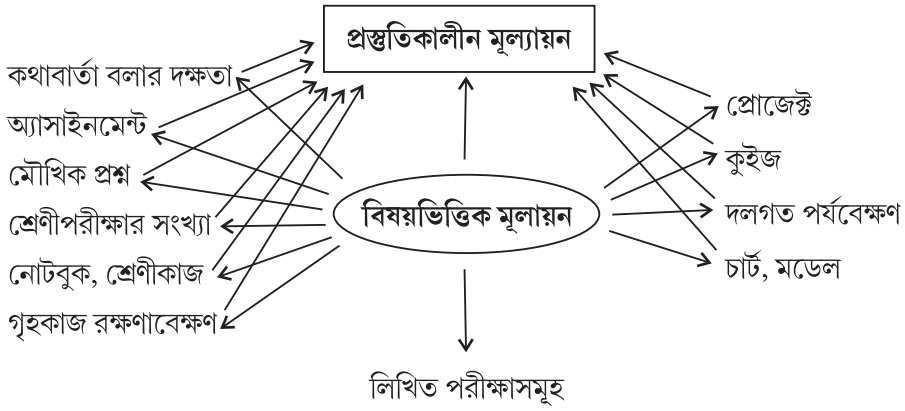

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের কৌশলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন এবং ২) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এর জন্য যে সমস্ত টুল এবং কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলি নিম্নরূপ :

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ণ (সময় নির্দিষ্ট নয়)		পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (লিখিত পরীক্ষা, সময়ভিত্তিক পরীক্ষা)
টুল	কৌশল	● অবজেকটিভ প্রশ্ন
● প্রশ্ন	● পরীক্ষা	● খুব ছোট প্রশ্ন
● পর্যবেক্ষণ	● অ্যাসাইনমেন্ট	● ছোট প্রশ্ন
● ইন্টারভিউ সিডিউল	● কুইজ এবং প্রতিযোগিতা	● বড় প্রশ্ন
● চেকলিস্ট	● প্রকল্প	
● রেটিং স্কেল	● বিতর্ক	
● অ্যানেকজেটাল রেকর্ড	● আবৃতি	
● তথ্য বিশ্লেষণ	● দলগত আলোচনা	
● টেস্ট এবং ইনেভেন্টরি	● ক্লাব এর কাজকর্ম	
● পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ	● পরীক্ষা	
	● গবেষণা	

এবারে আমরা খুব সংক্ষেপে এই টুল এবং কৌশলগুলি এবং এদের সুবিদা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব।

A. প্রশ্ন :

সব থেকে প্রচলিত পরিমাপের ব্যবহৃত টুল হল প্রশ্ন। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুর জানা, ভাবনা, কল্পনা, অনুভব, অনুভূতি ইত্যাদি জানা যায়। একটি ভাল প্রশ্নগুচ্ছের বিভিন্ন গুণ হতে পারে :

i) প্রশ্নগুছে নৈর্ব্যক্তিক হবে— অর্থাৎ প্রশ্নগুচ্ছে তৈরীর আগে এর উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে এবং প্রশ্ন ঐ উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করতে হবে।

ii) নিদের্শনা— সঠিক নির্দেশনা থাকা দরকার।

iii) বিষয় বস্তু— প্রশ্ন বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে হবে।

এছাড়া ভাষা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, উত্তরদানের নির্দেশনা, ইত্যাদিও থাকবে।

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করাও হবে; এর মধ্যে থাকবে

ক) স্মরণ ধর্মী প্রশ্ন (Remembering)

খ) বোধযুক্ত প্রশ্ন (Understanding)

গ) প্রয়োগ (Applying)

ঘ) বিশ্লেষণ মূলক (Analysing)

ঙ) মূল্যায়ন মূলক (Evaluation)

চ) সৃজন মূলক (Creating)

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন :

শব্দ সংখ্যা, উত্তরের প্রকৃতি অনুসারে প্রশ্নকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয় :

i) খুব ছোট উত্তর (নৈর্ব্যক্তিক) ii) খুব ছোট উত্তর iii) ছোট উত্তর ও iv) রচনা ধর্মী প্রশ্ন।

এই প্রশ্নগুলিকে আবার অনেক রকমে, অনেক ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমরা এখানে কেবল মাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধরনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব :

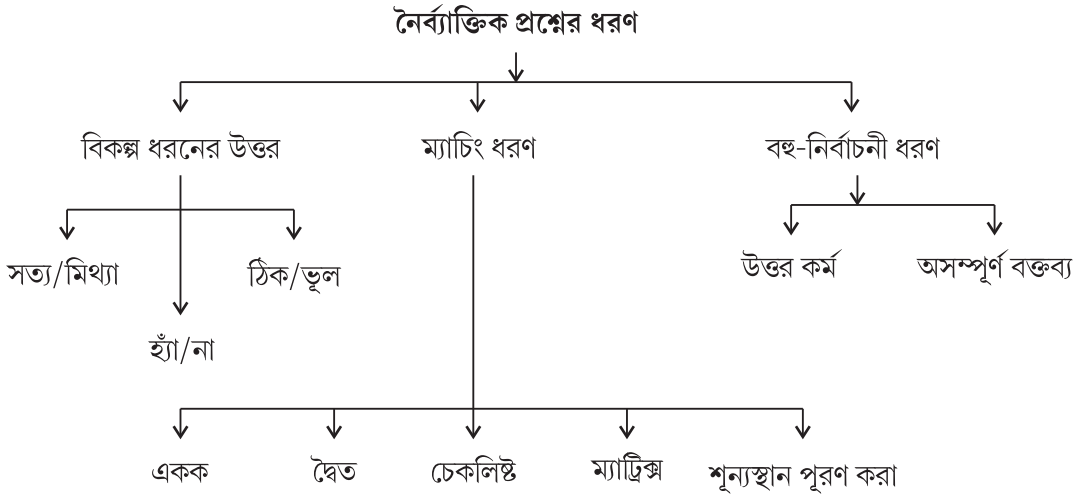

B. পর্যবেক্ষণ :

শিশুর সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রকৃত পরিস্থিতিতে সংগ্রহ করা যায়। এই সংগ্রহ হতে পারে বিদ্যালয়ের বাইরে অথবা বিদ্যালয়ের ভিতরে। আবার বিদ্যালয়ের ভিতরেও তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রেণী কক্ষের ভিতর এবং শ্রেণী কক্ষের বাইরেও সম্ভব। শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিশুর আচার-আচরণ, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, চলাফেরা, হাবভাব, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমেও জানা যেতে পারে। এই তথ্য সংগ্রহ পরিকল্পিত ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও সম্ভব।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা :

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে অনেকগুলি সুবিধা আছে। যেমন :

ক) শিশুর ব্যক্তি সত্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করা এবং নির্দেশিত করা যায়।

খ) শিশুকে একক বা দলগত ভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়।

গ) বিভিন্ন সময় পর্যায়ে চিহ্নিত এবং নির্দেশিত করা যায়।

ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর অগ্রগতি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করা যায়।

ঙ) বিভিন্ন সময় পর্যবেক্ষণের ফল সময় ভিত্তিক শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময় ধরে পরিমাপ করা যায়।

পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা :

পর্যবেক্ষণের কতগুলি ত্রুটি আছে। যার ফলে পর্যবেক্ষনের অনেক সুবিধা থাকলেও এর উপনীত সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই ঠিকনা হতেও পারে। কতগুলি সীমাবদ্ধতা হল :

ক) দু-একটি পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়;

খ) পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট কৌশল জানা না থাকতেও পারে;

গ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির নির্ভর যোগ্যতা এবং নৈর্ব্যাক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ;

ঘ) একটি পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ অন্য পরিস্থিতিতে সঠিক না হতেও পারে;

ভ) ফলাফল বিশ্লেষণ পদ্ধতি সঠিক না হতেও পারে;

কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিতর্ক, বক্তৃতা, দলগত কাজ, হাতে কলমে কাজে, প্রবেষ্ট এর কাজে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত ত্রুটিগুলোর কথা উপরে বলা হয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ-এর পূর্ব প্রস্তুত তালিকা ব্যবহার করে অনেকটা কমানো যেতে পারে। নীচে কয়েকটি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ব্যবহার দেখানো হল।

(i) বিতর্ক সভা :

বিতর্কসভার যোগদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উৎকর্সতা কতটা তা পরিমাপের জন্য নীচের তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে :

ক্রমিক সংখ্যা	গুণাবলীর বিবরণ	মূল্যমান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	বিষয় বস্তুর জ্ঞান					
২.	যুক্তিদানের ক্ষমতা					
৩.	দ্রুততা, উচ্চারণ এবং বাচন ভঙ্গী					
৪.	অন্যের যুক্তি খণ্ডন করার ক্ষমতা					
৫.	সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা					
৬.	বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণুতা					
৭.	যুক্তিদেবার সময় দৈহিক ভাষা					

(ii) দলগত আলোচনা :

যে সমস্ত বিষয়ের উপরে এই পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে তা হল :

ক্রমিক সংখ্যা	গুণাবলীর বিবরণ	মূল্যমান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	আলোচনায় অবদান					
২.	বিষয় বস্তুর জ্ঞান					
৩.	আলোচনায় অন্যকে যুক্ত করার ক্ষমতা					
৪.	নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা					
৫.	সমালোচনাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা					
৬.	সৃজন শীলতার প্রয়োগ					
৭.	অন্যদের বক্তব্য শোনার ক্ষমতা— ইত্যাদি					

(গ) পরীক্ষা এবং ইনভেনটারি :

পরীক্ষাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা। খুবই কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষাই অধিক ব্যবহার যোগ্য। এই পরীক্ষায় একক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়; তাই এতে সময়ও বেশী লাগে। কিন্তু অন্যদিকে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া যায়। আবার যে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধা থাকে সেখানেও এই চেষ্ট ব্যবহার করা হয়।

এই পরীক্ষা ব্যবহার করার আগে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ যে সমস্ত প্রশ্ন করা হবে তার প্রয়োজন, গুরুত্ব, কাঠিন্য ইত্যাদি দেখার প্রয়োজন। প্রশ্ন কাঠিন্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজাতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর, কতনম্বর দেওয়া হবে, কি ভাবে উপস্থাপন করা হবে তা পরীক্ষকের কাছে পরিষ্কার হতে হবে এবং প্রশ্নের সঙ্গে এগুলোও লিখিত ভাবে থাকবে।

এই পদ্ধতির নৈর্ব্যাক্তিকতা রক্ষা করার জন্য উত্তরকে রেকর্ড করে রাখতে হবে। উত্তরের সঙ্গে মডেল উত্তর মিলিয়ে নম্বর বা গ্রেড দিতে হবে। এই ধরনের রেকর্ড করা উত্তরের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত নোট থাকলে ভাল হয়। এর ফলে যখনই কেউ এই প্রশ্ন ব্যবহার করবে তখনই উত্তর দানের পদ্ধতি একই হবে।

(ঘ) চেকলিষ্ট :

চেকলিষ্টের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশের পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে বিভিন্ন পরিমাপ যোগ্যগুণাবলী লিখিত আকারে থাকবে এবং শিক্ষক প্রত্যেকটি গুণাবলীর ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তরে টিক

চিহ্ন দেবেন। যেমন 'জীবন শৈলী' চেকলিষ্টের মাধ্যমে পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্দেশিত করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদা ভাবে পরিমাপ করা হবে।

তবে চেকলিষ্টে পূর্বে তথ্য সংগ্রহ করে পরে চেকলিষ্টের প্রয়োজন মত উত্তরে দাগ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই চেকলিষ্টকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঙ) রেটিং স্কেল :

এটি ধারাবাহিক পরিমাপের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে স্কেলে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। এক্ষেত্রে পরিমাপ করার জন্য সবথেকে ভাল থেকে খারাপ এই ধারাবাহিকতায় প্রশ্নকর্তা তৈরী করে রাখবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একই রেটিং স্কেল পৃথক ভাবে ব্যবহার করা হবে।

(চ) অ্যানেকডোটাল রেকর্ড :

'অ্যানেকডোটাল' কথাটির এসেছে 'অ্যানেকডোট' থেকে। অ্যানেকডোটের অর্থ ঘটনা বা উপাখ্যান। এই রেকর্ডের সাহায্যে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই কৌশলে শিক্ষার্থীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্নদিক যেমন : আচরণ, চিন্তন, দক্ষতা এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্ন দিকগুলি জানা যায়।

তবে এক্ষেত্রে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যথেষ্ট নয়; কারণ একটি ঘটনার মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের প্রকাশ না হতেও পারে। প্রত্যেক ঘটনায় শিক্ষক একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাঁর মন্তবয লিখে রাখবেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

শ্রেণী কক্ষে একদিন—

আমি ক্লাশে ঢুকলাম, বাচ্চারা খুবই আনন্দিত। তারা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমি দেখলাম আজ এখন বাচ্চারা পড়তে চায়না। আমি তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে খেলতে বললাম। বাচ্চারা দৌড়ে, লাফিয়ে, চেচিয়ে খেলতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি বাচ্চা, সেবন্তি, খেলায় যোগ দেয়নি। সে ক্লাশে বসে তার ছবি আঁকার খাতায় ছবি আঁকছে। আমি কৌতুহলী হয়ে সেবন্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি খেলতে যাওনি কেন?" সেবন্তি ভয় পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'আমার খেলতে ভাল লাগেনা। আমার ছবি আঁকতে খুব ভাল লাগে।"

শিক্ষকের মন্তব্য :

সেবন্তি বুদ্ধিমতী, শান্ত, বাধ্য। সে খেলতে, ছুটতে চায় না। অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা বেশী পছন্দ করে না। তার মধ্যে ছবি আঁকার গুণ আছে। সেবন্তি কল্পনা প্রবণ, প্রকৃতির ছবি এঁকেছে; সে প্রকৃতিকে ভালবাসে।

অ্যানেকডোট কটা হবে? এটা নির্ভর করে কতটা সময় পাওয়া যাবে এর উপরে তবে এই রেকর্ড তৈরী করার সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে :

- অ্যানেকডোটাল রেকর্ডকে অন্য তথ্যপঞ্জির বিকল্প ভাবলে হবে না;
- শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক মন্তব্যকে নৈর্ব্যাক্তিক মন্তব্যের সঙ্গে এক করে ফেলবেন না;
- যে কোন বিশেষ আচরণ তা ক্লাশের মধ্যে, ক্লাশের বাইরে বা অন্য কোথাও হক তা লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- শিশুর আচরণ তা ভাল, মন্দ, মাঝারি যাই হোক না কেন লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- সমস্ত মন্তব্যগুলিকে একত্র করে তা বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- এই তথ্যপঞ্জী কিন্তু খুবই গোপনীয় কাজেই এগুলো যেন অন্য কোন ব্যক্তির হাতে না পড়ে।

অ্যানেকডোটাল রেকর্ড এর উদাহরণ:

বিদ্যালয়ের নাম :

শিক্ষার্থীর নাম : শ্রেণী :

পর্যবেক্ষক : সময়, তারিখ :

বিবরণ :

পর্যবেক্ষকের মন্তব্য :

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের ব্যবহার :

অ্যানেকডোটাল রেকর্ড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি ব্যবহার নীচে দেওয়া হল:

i) ব্যক্তির নির্দিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে জানা যায়;
ii) শিশুর বিভিন্নক্ষেত্রে আচরণ, চিন্তা এগুলো জানা যায়;
iii) ধারাবাহিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যায়;
iv) শিশুর নিজের পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়;
v) শিশুর প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক স্তর বা এক স্কুল তেকে অন্য স্কুলে যাবে তখন এটি প্রয়োজনীয়;
vi) নতুন শিক্ষক ছাত্রদের তথ্য এর মাধ্যমে জানতে পারে;
vii) অনেক সময় চিকিৎসকের কাছেও এই তথ্য প্রয়োজনীয়;
viii) শিক্ষার্থীর দলগত আচরণ বোঝা যায়।

(ছ) তথ্য পঞ্জী (Porftolio) :

তথ্যপঞ্জীতে শিশুর কয়েক দিন বা অনেক দিনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই তথ্যে সবথেকে ভাল কাজগুলিকে সাধারণত: সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যপঞ্জীর সুবিধা—

তথ্য পঞ্জীর অনেকগুলি সুবিধা আছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

i) এবদ্বারা শিশুর কোন দক্ষতার বিকাশ এবং বৃদ্ধির হার জানা যায়;

ii) শিশুর শিখন এবং অগ্রগতি অন্যদের কাছে বলতে, করতে এবং দেখাতে পারে তা জানা যায়;

iii) শিশু নিজেই শিখন এবং পরিমাপ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা তা জানা যায়।

তথ্যপঞ্জীর কিছু সমস্যা—

i) নির্দিষ্ট কারণে কিছু নির্দিষ্ট কাজ তথ্যপঞ্জীতে সংগ্রহ করার হয়;

ii) সমস্যা ঘটনা/কাজের তথ্য সংগ্রহ করা হয়না; কারণ তা শিক্ষকের তথ্যপঞ্জী পরিচালনের কাজে সুবিধা জনক হয়না;

iii) প্রদত্ত ঘটনা অন্য শিক্ষক সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে নাও পারেন।

তথ্যপঞ্জী উন্নত করণ :

- শিশুকেই তথ্যপঞ্জীতে কোন কেনা তথ্য থাকবে তার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। শিশুকেই বলতে হবে তথ্যপঞ্জীর তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য।
- তথ্যপঞ্জীকে ধারাবাহিক ভাবে উন্নত করা এবং নতুন তথ্য অন্তর্গত করা দরকার।
- তথ্যপঞ্জীর তথ্য যুক্ত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার;
- এতে প্রত্যেক তথ্যের স্পষ্ট সংখ্যা দেওয়া দরকার এবং প্রত্যেক তথ্যের শিশুর কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্কিত তা দেওয়া দরকার।

তথ্যপঞ্জীর মধ্যে কি কি থাকবে—

i) ছবি— শিশুর বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন কাজের সময়ের ছবি থাকবে। এরদ্বারা শিশুর প্রাক্ষোভিক, সামাজিক এবং মানসিক অবস্থা বোঝা যাবে।

ii) হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি— এরদ্বারা শিশুর শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ, দক্ষতা, চিন্তন, প্রবণতা ইত্যাদি বোঝা যাবে।

iii) অডিও এবং ভিডিও রেকর্ড— কিছু কিছু বিশেষ সময়, অবস্থান ইত্যাদি ভিডিও এবং অডিও রেকর্ড করে যুক্ত করে রাখতে পারলে

iv) নিজস্ব পরিমাপ— এতে শিশুর নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং পরিমাপ সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

যেমন শিশুকে খেলার পরে জিজ্ঞাসা করা হল— কি করলে আরো ভাল খেলতে পারতে?

v) সহপাঠীদের পরিমাপ— দলগত আচরণ জানার ক্ষেত্রে এই প্রকার তথ্য খুবই জরুরী। এরদ্বারা শিশুর সম্বন্ধে তার সহপাঠীদের মনোভাব জানা যায়। শিশুর সামাজিক জীবন এবং তার বিভিন্ন দক্ষতা এরদ্বারা জানা যাবে।

vi) পিতা-মাতা বা অভিবাবকদের দ্বারা পরিমাপ— এগুলোর দ্বারা শিশুর বাড়ীতে বা পাড়ায় বিভিন্ন কাজ এবং আচরণের তথ্য পাওয়া যায়। শিশুর ধারাবাহিক মূল্যায়নে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

(জ) কর্মভার (Assingment) :

এই প্রকার কার্যাবলী বিভিন্ন কারণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনও শিশুর কোন পাঠ শেষ হবার পরে তার অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য, কখনও অন্যকোন কাজ দেওয়া যার সাহায্যে শিশুর কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধারণার অগ্রগতি জানা যায়।

কর্মভার এর সুবিধা—

- এরদ্বারা শিশুর নিজের নতুন ভাবন-চিন্তার প্রকাশ, নতুন ধারণার প্রতি আগ্রহ, তথ্য সংগ্রহের প্রতি ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
- নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।
- বিভিন্ন ঘটনা, স্কুলের বাইরে এবং ভিতরে, কিভাবে সম্পর্কিত তা জানতে পারে।

শিক্ষকের সতর্কতা—

তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকেরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তার কিছু হল—

- অনেক সময় শিক্ষক যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করেন।
- প্রদত্ত কাজগুলি এমন হতে হবে যা শিশু নিজেই করতে পারে।
- এই কাজকেই একমাত্র পরিমাপ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা চলবেনা।

প্রয়োগ বিধি—

- বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং পর্যালোচনার আরো গভীরে যেতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে উৎসাহ দতে হবে;
- দলবদ্ধ শিখনের কাজে উৎসাহ দিতে হবে।

এছাড়াও বির্তক সভা, প্রতিযোগীতাও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : ক) আপনার উত্তর প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের দুইটি উদ্দেশ্য লিখুন

---

ii) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের দুটি কৌশল লেখ

৩.৪ সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (Co-scholarstic Evaluation)

শিক্ষার্থীর শিক্ষনে অগ্রগতির পরিমাপ কেবল মাত্র কিছু পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞন পরিমাপের দ্বারাই বোঝা যাবেনা। এরজন্য এর সঙ্গে সঙ্গে সহ-বিষয় ভিত্তিক বিষয় সমূহেরও মূল্যায়ন করা দরকার। কিন্তু শিক্ষক অধিকাংশ সময়েই এই অংশটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না অথবা অবহেলা করেন। ফলে সার্বিক মূল্যায়ন কিন্তু আর সার্বিক হয় না।

সার্বিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করা দরকার কারণ পাঠক্রমিক এবং সহ-পাঠক্রমিক শিখনের মান জানতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করা দরকার। এরজন্য প্রথমে জানা দরকার সহ-বিষয় ভিত্তিক শিখনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা প্রয়োজন তা জানা এবং এর জন্য কৌশল নির্ধারণ করা। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক্ কোন কোন ক্ষেত্রে সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ :

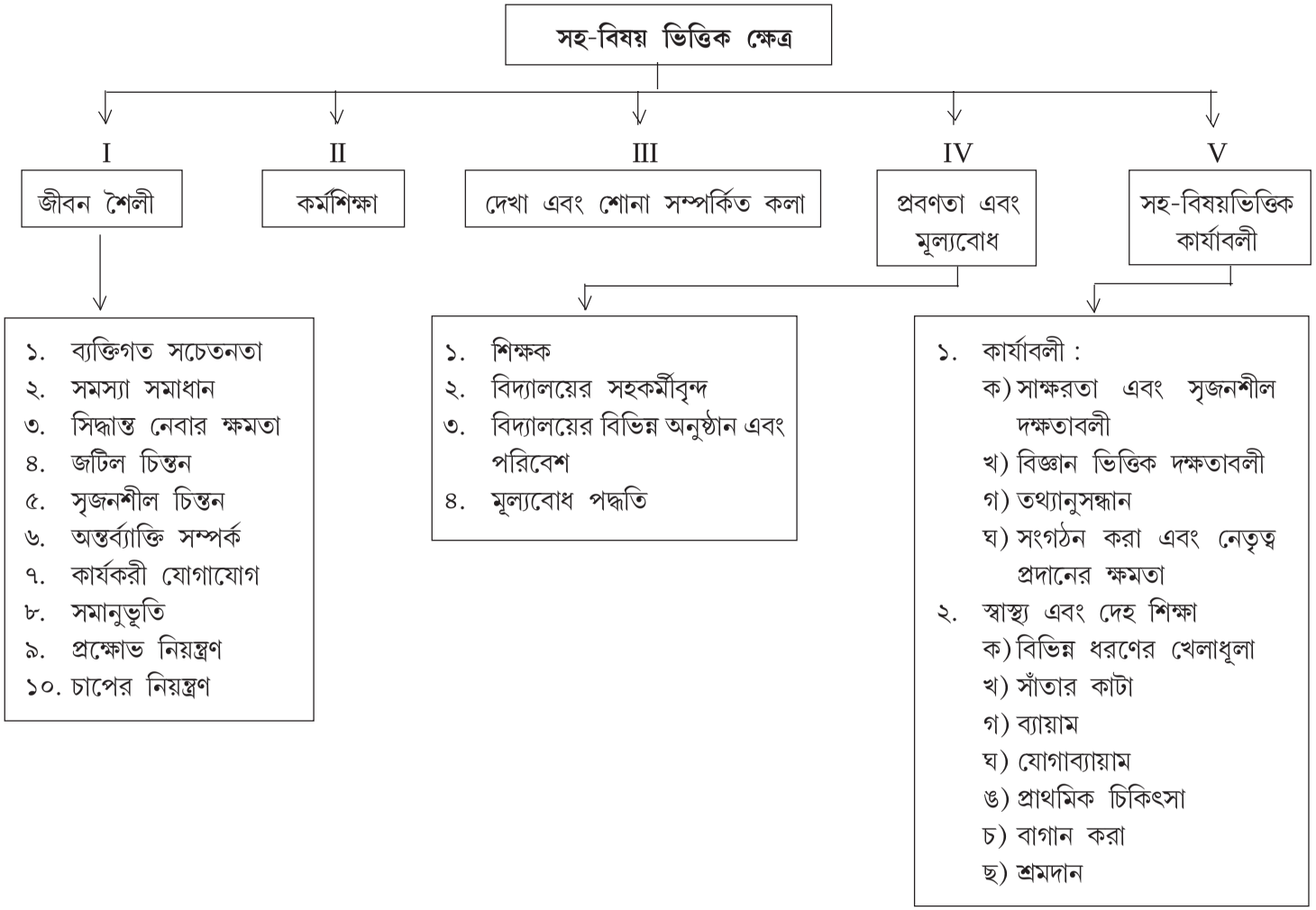

উপরের বিষয়গুলি সহ-বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। তবে শ্রেণী এবং শিশুর বয়স অনুসারে কোনটি কখন নেওয়া প্রয়োজন তা ঠিক করতে হবে। যেমন জীবনশৈলীর কোন কোন অংশ কোন স্তরে নিতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। জীবন শৈলীর বিভিন্ন পাঠ শিশু বয়স

থেকেই নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে প্রবণতা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। বিভিন্ন বিষয় দেখা, শোনা এবং তার প্রতিফলন ঘটানও শিশুর পক্ষে প্রয়োজন। এভাবেই সহ-বিষয় ভিত্তিক বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে একই ভাবে প্রয়োজন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের কাকে বলে?

---

ii) জীবন শৈলীর দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখ—

সহ-বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা সমূহের মূল্যায়ন—

শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন ঘটে। তবে সে পরিবর্তন কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রকাশ্য নয়। যেমন শিশু একটি বিশেষ কাজ করতে পারে কিনা তা জানা যায় তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে। শিশু একটি কবিতা বলতে পারে কিনা তাও জানা যায় তার কাজের মাধ্যমেই। কিন্তু কোন বিশেষ বিষয় তার কতটা ভাল লেগেছে তা কিন্তু কোন কাজের মাধ্যমে জানা নাও যেতে পারে। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে যদি শিশুকে প্রশ্ন করা হয় 'কবিতাটি কেমন লেগেছে' এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। কারণ উত্তর 'ভাল', 'খুব ভাল', 'ভাল না' ইত্যাদি হলেও তার দ্বারা কিন্তু সঠিক মানসিকতা জানা যায় না।

আর একটি কথা মানুষ কিন্তু রোবট নয়; শিশুর ক্ষেত্রে তা আরো সত্য। শিশুর মন বহমান, পরিবর্তনশীল। কাজেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে বারবার প্রমাণ চাই এবং এই প্রমাণের জন্য ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। শিশু তার জীবনে কখনও আনন্দিত, কখনও দুঃখিত, কখনও ক্রুদ্ধ। কাজেই এর থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে যে এখন শিশু ক্রুদ্ধ। কিন্তু যদি শিশু সবসময় সভ্য-ভদ্র আচরণ করে তবে লা যেতে পারে 'শিশুটি ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত'।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকা মূল্যায়ণ করবেন। এতে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত মত/ধারণা যুক্ত হতে পারে। কাজেই প্রাপ্ত ফলের মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে।

সহ-বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা সমূহের মূল্যায়নের ধাপ—

১। কোন কোন গুণ মাপতে হবে তার নির্ধারণ;

২। দক্ষতার পরিমাপের নির্দিষ্ট করা এবং সূচক নির্ধারণ করা;

৩। পরিদর্শন এবং অন্যান্য কৌশলের মাধ্যমে আচরণ বা সূচকের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা;
৪। তথ্য প্রমাণগুলি লিপি বদ্ধ করা;
৫। তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করা;
৬। তথ্য প্রমাণ ব্যাখ্যা করা এবং গ্রেড প্রদান করা।

এইভাবে প্রাপ্ত ফলের ধারা বাহিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের দ্বারা সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন সম্ভব।

প্রাপ্ত ফলাফরে উপর নির্ভর করে দক্ষতা বা আচররের গ্রেড প্রদান করা যেতে পারে। সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির পরিমাপ মোটামুটি চারটি স্তর হবে;

i) প্রত্যেকটি বাহ্যিক আচরণমূলক সূচক এর ক্ষেত্র নির্ধারিত করা;

ii) পরিমাপের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

iii) তথ্য এবং প্রমাণ জানার জন্য কৌশল এবং টুল নির্বাচন করা;

iv) তথ্য সংরক্ষণ, তথয বিশ্লেষণ এবং সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা ঐ ক্ষেত্রগুলির একটি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

I. জীবনশৈলী (Life skills)

জীবনশৈলী হল দক্ষতা, যে দক্ষতা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সহবস্থান করতে শেখায় এবং প্রত্যাহিক জীবনের বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থার থেকে আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্তরনে সাহায্য করে। এই দক্ষতাই দৈহিক, মানষিক এবং প্রাক্ষভিক ক্ষেত্রগুলিকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জীবন শৈলীর প্রকাশ এবং প্রসার অত্যন্ত দরকারী। কারর জীবনশৈলীর অভ্যাসের দ্বারা শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের এবং সামাজিক গুণের 'বিকাশ ঘটাতে' পারবে।

জীবন শৈলীর বিভাগ অনেক ব্যাপক ভাবে করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে এর প্রয়োগ করা হয় এবং এর তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে।

যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সব বা অধিকাংশগুলিই পরিমাপের জন্য পরিমাপ যোগ্য চেষ্টা বা ইনভেন্টরি আছে। আবার এর অনেকগুলোকে শিশু তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতেও পারে। আমরা এখানে তিনটি পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করব। এর মাধ্যমে মূল্যায়নের নৈর্ব্যাক্তিকতা এবং নির্ভর যোগ্যতাও পরিমাপ করা যাবে :

i) প্রত্যেকদিন পর্যবেক্ষণ (Day to day observation)

ii) প্রত্যেক পর্যায়ে রেটিং করা (Rating per term)

iii) বাৎসরিক পরীক্ষা (Testing annually)

i) প্রত্যেক দিন পর্যবেক্ষণ :

এর জন্য শিক্ষক শিশুর উপর প্রত্যেকদিন নজর রাখবেন। কোন বিশেষ ঘটনা দেখলেই শিক্ষক তাঁর নিজের ডাইরীতে লিখে রাখবেন। ঘটনার উৎস, সময় ইত্যাদিও। সম্ভব হলে ফলাফলও লিখতে হবে। তবে এও মনে রাখা দরকার এটা কিন্তু কোন সময় ধরা কাজ নয়— যে কোন সময় ঘটতে পারে। কয়েকটি

উদাহরণ দেওয়া যাক :

- বিজিত তার টিফিন ভাগ করে খায়;
- রবিন তার টিফিন তাড়াতাড়ি খেয়ে অন্যের দিকে হাত বাড়ায়;
- কবিতা অনুষ্ঠানে কোন পুরস্কার না পেলেও হাসি মুখে সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে;
- জয়া তার অসুস্থ বন্ধুকে বাড়ীতে দেখতে গেছে এবং তাকে ক্লাশের লেখা পড়া এবং বাড়ীর কাজের কথা জানিয়েছে;
- বেনু আমার সঙ্গে একমত হয়নি এবং তর্ক করেছে; কিন্তু কখনও উত্তেজিত হয় নি। আবার শশী কিন্তু বেনুর উপর রেগে গেছে কারণ বেনু আমার সঙ্গে তর্ক করেছে;
- রোহন কম্পিউটারকে LCDর সঙ্গে লাগিয়েছে, আমি সহজেই ক্লাশে তা ব্যবহার করতে পেরেছি।

এই সমস্ত তথ্যগুলিকেই কিন্তু মানে প্রকাহ করে জানাতে হবে। পাঁচ পয়েন্ট গ্রেডে ৫ হল সর্ব্বোচ্চ গ্রেড এবং ১ বা তার কম হল কোন গুন পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্ব নিম্ন গ্রেড বা অকৃতকার্যতা। উপরের উদাহরণে বেনুকে '৫' দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু শশীকে ২ বা ১ দিতে হবে।

ii) প্রত্যেক পর্যায়ে রেটিং করা :

রেটিং দু-ভাবে করা যেতে পারে। একটি হল পয়েন্ট এ দেওয়া— এই পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে হতে পারে— যেমন ৫ (সব থেকে ভাল), ৪ (খুব ভাল), ৩ (ভাল), ২ (ভাল নয়), ১ (খুব খারাপ)।

এই ভাবে সমস্ত দক্ষতার পরিমাপের পরে ঐ নম্বরকে পাঁচের মধ্যে হিসাব করে গ্রেড পয়েন্টে পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন নিম্নলিখিত ভাবে করা হয় :

গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
A	4·1 – 5·0
B	3·1 – 4·0
C	2·1 – 3·0
D	1·1 – 2·0
E	0 – 1·0

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট করা যাক। ধরা যাক জীবনশৈলীর সমস্ত দক্ষতাগুলির মোট নম্বর ৩০০। এতে উর্বষী ২২৫ নম্বর পেয়েছে। তাহলে ৫-এর মধ্যে কত হয়? ৫-এ উর্বষীর মান হবে $\frac{\text{ততত}}{\text{ততত}}$ ত তত্তত এই ৩·৭৫ মান 'B' গ্রেডের মধ্যে পড়ে। কারণ 'B' গ্রেডের মান 3·1 – 4·01 কাজেই জীবনশৈলীতে উর্বষী 'B' গ্রেড পেয়েছে।

আমরা এক্ষেত্রে আর একট উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। সহ-বিষয় ভিত্তিক কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিভাগ হল 'সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী' (Co-Curricular Activities)। এই সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে হতে পারে—

i) সাহিত্য এবং সৃজনশীল দক্ষতা

ii) বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতা

iii) তথ্য এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত বিষয়

iv) সংগঠন এবং নেতৃত্বদানের দক্ষতা ইত্যাদি

ধরা যাক এইগুলির চতুর্থটি অর্থাৎ 'সংগঠন এবং নেতৃত্বদানের দক্ষতার' মূল্যায়ণ করা হবে। বিদ্যালয়ে যদি ক্লাব থাকে অথবা শিক্ষার্থী যদি কোন ক্লাবে যুক্ত থাকে বা তার নিজের পাড়ায় কি কি কাজে যুক্ত থাকে তা পর্যবেক্ষণ করে গ্রেডিং করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূচকগুলি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে—

* সংগঠন এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা :

ক্রমিক সংখ্যা	সূচক	মান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	অনুষ্ঠান সংগঠিত করে এবং অনুষ্ঠানে সাহায্য করে					
২.	দলে কাজ করার দক্ষতা আছে—					
৩.	খুব অল্প সময়ে দলগঠন করতে পারে—					
৪.	সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন বিদ্যালয়ের পরিবেশ ক্লাব, স্বাস্থ্য ক্লাব ইত্যাদিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে।					
৫.	কোন অনুষ্ঠানে নিজের শ্রেণীকে, নিজের স্কুলকে, নিজের পাড়াকে বা জেলার প্রতিনিধি হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে—					

iii) বাৎসরিক পরীক্ষা :

আগের যে সমস্ত মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে সে গুলোতে এক একটি দক্ষতার মূল্যায়ণ করা হয়। কিন্তু সমস্ত দক্ষতার একত্রে মূল্যায়ণের জন্য অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয়। এরজন্য আদর্শায়িত প্রশ্নপত্র বা টেষ্ট ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রেও গ্রেড পয়েন্ট বা নম্বর প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এরপরে অন্যান্য মূল্যায়ণ প্রাপ্ত গ্রেডের সঙ্গে বাৎসরিক বা অর্থবাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডকে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৩ (Check your progress-3)

নির্দেশ : ক) .....

খ) .... পূর্বের মত

i) জীবন শৈলী কাকে বলে?

---

ii) রোহন পাঁচ পয়েন্ট গ্রেডে ৩·৭৫ পয়েন্ট পেয়েছে। রোহনের গ্রেড কত?

৩.৫ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন একটি কৌশল। এই কৌশল শিক্ষক ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার জন্য। এই ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন রকম বাইরের চাপ থাকবেনা বরঞ্চ শিক্ষার্থীর পক্ষে সহায়ক পরিবেশ থাকবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিক সাহায্য করবেন এবং শিক্ষার্থীও তার শিখনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ঘটবে শ্রেণী কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে। শ্রেণী কক্ষে যখন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন তখন সমস্ত পাঠ্য অংশকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নেন এবং শ্রেণী কক্ষে কিভাবে কতটুকু পাঠদান করবেন তাও ঠিক করে নেন। প্রত্যেকটি পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, কেন কোন কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, কিভাবে ঐ ত্রুটি দূর করা যাবে তা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ঠিক করেন। এই অংশগুলি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ণের মধ্যে পরে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ মূল্যায়নের কৌশল হিসাবে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নকে বিভিন্ন গুরুত্ব দিয়েছেন। কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

- ব্লাক এবং উইলিয়ামের মতে (১৯৯৯), "… Often means no more than the assessment is carried out frequently and is planned at the same time as teaching."
- হারালন (১৯৯৮) বলেছেন, "… provides feedback which leads to students recognising the (learning) gap and closing it. …it is forward working …"
- টানস্টল এবং গিপ্‌সের মতে (১৯৯৬), "…is used essentitially to get a feed back in to the teaching and learning process."

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

- এই প্রকার মূল্যায়ন কারণ খুঁজে বার করে এবং সমাধানের পথ দেখায়;
- সঠিক ফিডব্যাকের ব্যবস্থা করে;
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিখনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহায্য করে;
- মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষা পরিকল্পনা করতে পারে;
- শিক্ষার্থী তার নিজের শিখনের অগ্রগতি বুঝতে পারে এবং তা কিভাবে অগ্রগতি ঘটান যাবে তা বুঝতে পারবে।
- যা শিখবে তা পূর্বের জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয়।
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং সহপাঠীদের সাহায্য করে।

এই প্রকার মূল্যায়নের জন্য কতগুলি সূচক ব্যবহার করা হয়। এই সূচকের মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের কথা ভাবা হয়েছে। এই সূচকগুলি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সূচকগুলি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিক্ষর অধিকার আইন ২০০৯ এবং নির্মিতিবাদের ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই পাঁচটি সূচক হল :

- অংশগ্রহণ (Participation)
- প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioning and Experimentation)
- ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application)
- সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathyand Cooperation)
- নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and Creative Expression)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য উপরিউক্ত পাঁচটি সূচক ব্যবহার করেছে। ঐ সূচকগুলি 4 পয়েন্টের পরিমাপের জন্য বলা হয়েছে। নীচে প্রত্যেকটি সূচক এবং তাদের পরিমাপের পদ্ধতি দেওয়া হল :

সূচক -১

* অংশগ্রহণ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে				
২.	নেতৃত্বদানের গুণাবলী আছে—				
৩.	আদান প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করছে				
৪.	আদান প্রদান করছে কিছু অংশ গ্রহণ খুব বেশী নয়—				
৫.	অংশ গ্রহণে উৎসাহী নয়—				

সূচক -২

* প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করতে সক্ষম ও অনুসন্ধানে আগ্রহী				
২.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করতে সক্ষম কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী নয়				
৩.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করে না কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী—				
৪.	প্রশ্ন করে কিন্তু তা শিখন বা শিখন সম্পর্কিত অনুসন্ধানে সহায়ক নয়—				

সূচক -৩

* ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সামর্থ্য *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	ধারণার উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সমর্থ—				
২.	ধারণার উদাহারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ কিন্তু প্রয়োগে অক্ষম				
৩.	আংশিক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিন্তু প্রয়োগে অক্ষম—				
৪.	সংশ্লিষ্ট ধারণা কেবলমাত্র মুখস্থ করেছে—				

সূচক -৪

* সমানুভূতি ও সহযোগিতা *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের জন্যই সমান অনুভূতিশীল				
২.	পরিচিতের জন্য সক্রিয়ভাবে সমানুভূতিশীল কিন্তু অপরিচিতের জন্য শুধুই সহানুভূতিশীল—				
৩.	পরিচিতের জন্য সমানুভূতিশীল—				
৪.	পরিচিত বা অপরিচিত কারুর জন্যই সমানুভূতিশীল নয়				

সূচক -৫

* নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল (শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে)—				
২.	নান্দনিক ও সৃষ্টিশল (শ্রেণীকক্ষের ভিতরে)—				
৩.	নান্দনিক সৃষ্টিশীল কর্মকারেড আগ্রহী—				
৪.	নান্দনিক কিন্তু সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে আগ্রহী নয়—				

একটি উদাহরণের সাহায্যে কিভাবে নম্বর প্রদান বা গ্রেডিং হবে তা আলোচনা করা যাক। ধরাযাক উপরের পাঁচটি সূচকে ২৫ × ৫ = ১২৫ নম্বর আছে। রেবেকার মোট নম্বর ১০৮; শতকরা হিসাবে এর মান ৮৬·৪% এক্ষেত্রে গ্রেডিং-এর হিসাব :

A = 75 – 100%
B = 50 – 74%
C = 25 – 49%
D = 25% এর কম

রেবেকার স্কোর ৮৬·৪% অর্থাৎ সে 'A' গ্রেড পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে। অর্থাৎ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরের জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। প্রদত্তসূচক ও নির্দেশিকাগুলিকে সফল করার জন্য যে সমস্ত কৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে তা হল— ১. কুইজ ২. বিতর্ক ৩. প্রকল্প ৪. তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ৫. দলগত আলোচনা ৬. এক্সপেরিমেন্টস্ ৭. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৮. প্রকৃতি পাঠ ও বনসৃজন ৯. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ১০. দেয়াল পত্রিকা ১১. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী ১২. বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩.৬ পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

শিক্ষক পাঠদানকালে দু'ধরনের মূল্যায়ন করেন। পাঠদান চলাকালীন এবং পাঠদান শেষে। পাঠদান শেষে শিখনের উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে জানার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকেই পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন বলে। এই মূল্যায়ন মাষিক, যান্মাষিক বা বাৎসরিক হতে পারে। এবারে দেখা যাক এই প্রকার মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের ধারণা কি।

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অ্যাঞ্জিলো এবং ক্রশ (১৯৯৩), এর মতে, "Good summative assessments—tests and other graded evaluations must be demonstrably reliable, valid and free of bias."

- অঅবার ব্লাক এবং উইলিয়ম বলেছেন (১৯৯৯), "…assessment (that) has increasingly been used to sum up learning."
- হারলেন (১৯৯৮) বলেছেন, "…looks of past achievements…adds procedures or tests to existing work…involves only making and feedback grades to students…is seperated from teaching…is carried out at intervals when achievement has to be summarised and reported."

এই প্রকার মূল্যায়নের জন্য লিখিত বা পাঠ শেষ পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার জন্য নৈর্ব্যাক্তিক, ছোট উত্তর এবং বড় উত্তর ব্যবহার করা হবে। তবে প্রশ্ন করার সময় শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন যেন পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রীক মুখস্ত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র না হয়ে ওঠে। এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাবে এবং এতে শিক্ষার্থী যা শিখবে তারই প্রয়োগ ঘটাবে।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

এই প্রকার মূল্যায়ন দু'ভাবে হতে পারে : বর্হিমূল্যায়ন এবং অন্তমূল্যায়ন। এই দুই প্রকারেরই কিছু বৈশিষ্ট আছে। এই প্রকার মূল্যায়নে কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এই মূল্যায়নের ফলাফলকে সকল সময় সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বর্তমান নাও থাকতে পারে। পরীক্ষার উপর বেশী জোড় দিলে বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর জোড় দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীর মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে শেখা এবং পরীক্ষার ভাল ফল করা এক নয়। এর ফলে যে ত্রুটি শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে তা হল 'learn and forget'। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাপ এবং উদ্বেগ তৈরী হয়। যাই হোক এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল :

- শিখনের পরিমাপ হয়;
- বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেয়;
- সাধারণতঃ কোন এককের শেষে বা বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষার্থীর মোট শিখনের পরিমাপ করে;
- স্থানীয় প্রভাবের (বিদ্যালয় ইত্যাদি) গুরুত্ব আছে?
- সব থেকে পুরাণ কৌশল;
- যথার্থতা এবং নির্ভর যোগ্যতা সবসময় থাকে না।

৩.৭ সার সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা বিষয় ভিত্তিক এবং সহ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের এবং সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের মধ্যে কি কি বিষয় থাকবে এবং টুল এবং কৌশল কি হবে তারও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। টুলগুলির মধ্যে থাকবে প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, বিতর্কসভা, পরীক্ষা এবং ইনভেনটরি, চেকলিষ্ট, রেটিং স্কেল, অ্যানেকডোটাল রেকর্ড, তথ্যপঞ্জী ইত্যাদি।

এরপরে আলোচনা করা হয়েছে সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ণের। এই সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন বিভাগগুলির ও আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনশৈলী।

এরপরের অংশে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন। এরমধ্যে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শেষ অংশে পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন এবং এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩.৮ অনুশীলনী

ক) খুব সংক্ষেপে উত্তর দিন :

(i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ii) লিখিত পরীক্ষা কত ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি?

(iii) বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কি কি হতে পারে?

(iv) পর্যবেক্ষণের দুইটি সীমাবদ্ধতা লিখুন।

খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন :

(i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের টুল কি কি হতে পারে?

(ii) পর্যবেক্ষণের সুবিধা কি?

(iii) বিতর্ক সভা পরিমাপের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করুণ।

গ) রচনা ধর্মী প্রশ্ন

(i) অ্যানেকডোটাল রেকর্ড উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিন।

(ii) তথ্যপঞ্জীর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা কর।

(iii) সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কি কি?

৩.৯ আপনার উত্তর যাচাই করে নিন এর উত্তর—

১। এর উত্তর—

(i) শিক্ষন-শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো এবং মূল্যায়ন প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায় ক্রমিক।

(ii) পরীক্ষা এবং প্রকল্প

২। এর উত্তর—

(i) পাঠ্যবিষয় ছাড়াও আরো যা যা দরকার

(ii) ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং সমস্যা সমাধান

৩। এর উত্তর—

(i) জীবনশৈলী হল দক্ষতা যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সহবস্থান করতে শেখায় এবং প্রতিকুল অবস্থার থেকে আচরণ পরিবর্তন ঘটাতে শেখায়।

(ii) B